দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG 06 2002

ছাত্র রাজনীতি, যা বাঁচানো জরুরীই বটে

অজয় দাশগুপ্ত

বিদেশে দেখি ছাত্ররা রাজনীতি করে না, রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। 'করা' ব্যাপারটি আমাদের দেশে চালু করা হয়েছে। একদা ছাত্ররা রাজনীতিতে যুক্ত হতো। মেধাবী সাংগঠনিকভাবে দক্ষ ছাত্রদের জন্য রাজনীতি করাটা ছিল সম্মানের। কে না জানে আজকের কলুষিত অনেক নেতা, মন্ত্রী ছিলেন সেদিনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'চার খলিফা' নামে খ্যাতিমানদের উদাহরণই যথেষ্ট। এঁরাও নিজের সুনামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। একজন এখন প্রয়াত। বাকি তিনজনের একজন অর্থবিত্তের লোভে রাজনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে এসেছেন, বাকি দু'জনের একজন দল পরিবর্তন তথা প্রভু পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ নজির আর একজন 'সিরাজ' নামধারী মীরজাফর। এদের কথা থাক। ছাত্র রাজনীতির কলুষতা শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে। বিশেষত সামরিক শাসকের লোলুপ হাত যখন এর ওপর প্রসারিত হতে শুরু করল, মেধাবী ছাত্র 'অভি'কে কোন ইশারা অন্ধকারের দিকে টেনেছে তা সবারই জানা। হিজবুল বাহারে পেনাং ভ্রমণের অতীত কাহিনী নিশ্চয়ই ভুলিনি আমরা। ছাত্রদের ভিতর জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারের সেই সময়কাল থেকে মগজ প্রক্ষালনের শুরু। এ কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় ছাত্র রাজনীতির পচন সেই থেকে। তারপর যাঁরাই ক্ষমতায় এসেছেন বিষয়টিকে নিজের মতো করে নিয়ে তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। ফলে এক সময় ছাত্রনেতা বলতে যে সম্মান ছিল তা তো গেছেই, অধিকন্তু এটি টাউট-বাটপারদের পেশায় রূপান্তরিত হতে শুরু করল।

এই ছাত্র রাজনীতিই যে ষাট-সত্তর দশকে বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেরণা তা এখন ভাবাও দুষ্কর। সামরিক শাসকরা বাংলাদেশের তিনটি বিষয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করে গেছে। প্রথমত সংবিধান, দ্বিতীয়ত বিচার ব্যবস্থা, শেষত ছাত্র রাজনীতি।

সংবিধানটিকে এরা কলমের পরিবর্তে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে রেখে গেছে। বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে একটি কথাই বলব, যে দেশে মণ্ডদুদ, নাজমুল হুদাদের মতো আইনজীবীরা দাপটের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, সেখানে আইনের সাধ্য কি ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়? ছাত্র রাজনীতির বারোটা বাজানো হয়েছে। চিরস্থায়ীভাবে দুর্নীতি ও অপশাসন কায়েমের লক্ষ্যে ছাত্ররা যতবার রুখে দাঁড়ায় ততবার বাংলাদেশের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার অন্ধকার দূর হবে– এটা বিএনপি বোঝে; জামায়াতীরাও বোঝে। উভয়েই একটি বিষয়ে সহমত– প্রগতিশীলতার শেষ রথটির যাত্রা রুদ্ধ করা। যে কারণে নানা অজুহাতে ছাত্র রাজনীতিকে বারংবার আঘাত করে তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওড়না হরণ, বস্ত্র হরণের ঘটনা খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। অথচ পরবর্তী নির্বাচনে বস্ত্র হরণকারীরাই জিতে ফিরে এলো ক্ষমতায়। তাহলে কি 'গোপিনীরা' এ জাতীয় 'কৃষ্ণদের' পছন্দ করেন, এটাই ধরে নিতে হবে? কিন্তু এর ভিতর পচনের গন্ধ জাতির যে সর্বনাশ ডেকে আনবে তার জের টানবে কে? টানছে দেশের মানুষ। ছাত্র রাজনীতির ভিতর যে অসীম ক্ষমতা, তেজ, নির্লোভ দেশপ্রেমের প্ররোচনা, এসবই এখন ইতিহাস। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেছিলেন, ছাত্র রাজনীতি করতে হলে ছাত্র হতে হয় না। তিনি এক কথার মানুষ। ফলে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রের পরিবর্তে কন্ট্রাক্টর, ঠিকাদার, আদম পাচারী, চাঁদাবাজ, মস্তানেরা ভিড় করবে– এই তো স্বাভাবিক। এটা যেন গ্রোসারিজ শপের মতো। যে কোন তাকে যে কোন জিনিস চলে।

গুণগত পরিবর্তন ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াকে সহজভাবে দেখার মধ্যে বোকামি ছাড়া কিছুই নেই। এর ভিতর জাতির ভবিষ্যত বিনষ্টের শেষ পথটি খোলা হয়েছে। যে কারণে কোন জরিপেই আজকাল আর কাউকে পাওয়া যায় না, যে বা যারা ভবিষ্যতে ছাত্র রাজনীতির সোপান বেয়ে দেশের নেতৃত্বে যেতে চায়।

অথচ বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা পোক্তের জন্য নিজেদের ক্যাডার রাজনীতি বন্ধ করে না। বরং দখল আর পাল্টাদখলের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করাই বৈধ বলে মেনে নেয়। আওয়ামী লীগের ছাত্র রাজনীতি বিষয়ক অবস্থানও পরিচ্ছন্ন বা পরিষ্কার কিছু নয়। যে কারণে তাদের ওপর ভরসা করা চলে না। শক্তিহীন বাম বা আদর্শবাদী দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলো এখন ডাইনোসরের তালিকাভুক্ত। ফসিল আছে, স্মৃতিতে থাকে কিন্তু বাস্তবে নেই।

এমন অবস্থায়ও ছাত্ররা কিন্তু দীন। সাম্প্রতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাই তার প্রমাণ। স্থির, অবিচল ও প্রতিজ্ঞ হলে এরাই দেশের অচলায়তন ভেঙ্গে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু রাজনীতি তাদের সে সুযোগ দেয় না। ক্ষমতা, লোভের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলে এরাও হয়ে ওঠে ক্ষমতালোভী, সন্ত্রাসী, মস্তান।

আজকে আমাদের দেশে মেধাবী ছাত্রদের রাজনীতিতে যুক্ত করার বিষয়টি আবারও গুরুত্ব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ও ধর্মের নামে আস্ফালনকারীদের হাত থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে এদের বিকল্প নেই। শাসক দল চায় এর উল্টাটি। জামায়াতীরা বিদেশে ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, আর দেশে মাদ্রাসামুখী শিক্ষার নামে জেহাদী গ্রুপ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রগতিশীল সমাজ কি তাহলে কথার কথা হিসাবেই থেকে যাবে? বিদেশে মেধাবী ছাত্রদের এখনও প্রক্রিয়াগতভাবে রাজনীতিসম্পৃক্ত করার বিষয়টি সচল এবং সেভাবেই যোগ্য নেতৃত্ব লাভে সমাজ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ আর খোলার কপট পাশা খেলা বন্ধ করে মেধার উত্তরণ নিশ্চিত করলেই দেশে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ছাত্র তো বটেই, শিক্ষকরাও বহু ক্ষেত্রে লোভ আর ক্ষমতার সেবাদাস। এর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমাদের শেষ স্বপ্নটিও মাঠে মারা যাবে। বাংলাদেশকে প্রতিক্রিয়াশীলতার হাত থেকে বাঁচাতে সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধাচারণ এখন কর্তব্য ও জরুরী।

সিডনি ঃ ০৪.০৮.২০০২